হোলি

তনুকা এন্দ

কথা ছিল রঙ নিয়ে খেলা হবে
কথা ছিল
লাল, নীল সবুজ আবীরে সেজে
মেতে উঠবে হোলি।

রক্তের গাঢ় লাল মেশার কথা ছিল না
হোলির রঙে।
দরজা খুলে যখন দেখলাম
ওর কালো মুখে লাল রক্তের রেখা
দেখলাম উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি
উসকো-খুসকো চুল —
বুকের ভিতরে পিটল হাতুড়ি।

খুব হোলি খেলেছে ওর বর।
ওর মাথায় এলোপাথাড়ি লাথি
মুখে পিচ্‌কিরির আঁচড়
হাতের সব চুড়ি ভেঙে খান্‌খান্।
ব্যস্, দুটো চুঁড়িই এখনও আছে,
ছলছলে চোখে হাত মেলে দেখাল আমায়।

কোথায় যাব, ভাবি,
চার বাচ্চাকে নিয়ে কোথায় দাঁড়াব?
জবাব নেই, জবাব নেই আমার কাছে
কথা ছিল না
রক্তের দাগ নিয়ে কবিতা লেখার।

আনন্দধারা

তনুকা এন্দ

'রবীন্দ্রনাথে আমি স্নাত হই'
কবি বললেন।
বড় ভাল লাগল কথাটা।
সত্যিই তো,
শ্রাবণের ধারার মত তাঁর শব্দধারায়
ভিজে যায় মন, হৃদয়, মনন
হয় স্নিগ্ধ, সমাহিত।

তাঁর শব্দের ফুল ফোটে
বসন্তের পলাশে, গ্রীষ্মের আম্রমঞ্জরীতে।
বর্ষার কেয়াফুল পথ দেখায়
শরতের কাশবনকে
হেমন্তের ম্লান আলো ঢেকে যায়
শীতের মায়াজালে।

জলছবির মত যেন দেখতে পাই
ভারী জোব্বা পরা বুড়ো মানুষটি—
ঘাড় গুঁজে লিখে চলেছেন
শান্তিনিকেতনে তাঁর ঘরটিতে বসে
কখনও জানলার বাইরে দেখছেন ঋতুর আবর্তন

কবির হাত ধরে পথ চলা শুরু।
ছোট্টবেলায়, সহজ পাঠের সাথে
আয়ুর বাঁক পেরোতে পেরোতে
সেই হাতে আঁকড়ে ধরেছি
আরও শক্ত করে।

এখন তিনি আমার অস্থি-মজ্জা ধমনীতে
তিনি আমার হাতে ধরা কলম থেকে
বিদ্যুৎ হয়ে ফুলকি ঝরান কাগজে
অনেক ভিড়ে মাঝে তিনি আমার
সবচেয়ে ভাল বন্ধু।
গভীর শোকের মাঝেও বুঝি
আমি আর একা নই।
তিনি আমার 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।'
তিনি আমার রবীন্দ্রনাথ।